ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 1, January 2019 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Scanned by CamScanner

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 1, January 2019 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর

প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রফেসর অমিত দে

Scanned by CamScanner

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী (পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম
প্রফেসর হোসেনুর রহমান প্রফেসর অলোক রায়
প্রফেসর সব্যসাচী ভট্টাচার্য প্রফেসর পবিত্র সরকার
প্রফেসর রজতকান্ত রায় বারিদবরণ ঘোষ প্রফেসর পল্লব সেনগুপ্ত
ড. গৌতম নিয়োগী প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তী
প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ প্রফেসর রণবীর চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক) প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ প্রফেসর অমিত দে

সম্পাদকীয় দপ্তর

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী, ৮বি বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭
দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৮-৪১৯৫

Scanned by CamScanner

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Registration No. S/2L/No. 11071 of 2013-2014
Under West Bengal Registration of Societies Act XXVI of 1961

কার্যনির্বাহী সমিতি ২০১৮-২০

পৃষ্ঠপোষক	:	প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী
সভাপতি	:	ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
সহসভাপতি	:	প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ
		প্রফেসর নির্বাণ বসু
		প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়
সহসম্পাদক	:	বিদ্যুৎ সরকার
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. তপতী ভট্টাচার্য
সদস্য	:	ড. সৌমিত্র শ্রীমানী
		ড. অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায়
		শুভাশিস ঘোষ
		ড. নীলাংশুশেখর দাস
		ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়
		ড. সুভাষ বিশ্বাস
		ড. পলাশ মণ্ডল
		প্রসেনজিৎ মুখার্জী
		অয়ন ব্যানার্জী
		দেবাশীষ পাল
		রাজেশ বিশ্বাস
		অমৃতা শেঠ
		অক্রুর সরদার

Scanned by CamScanner

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. VII, No. 1, January 2019 AD

সম্পাদকীয় ৯

স্মরণালেখ্য

অনিরুদ্ধ রায় (১৯৩৬-২০১৮) ১১
সৌমিত্র শ্রীমানী

অনিরুদ্ধ রায় (১৯৩৬-২০১৮) ১৯
গৌতম নিয়োগী

মুশিরুল হাসান ২৯
অমিত দে

বিশেষ প্রবন্ধ

দ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধা: কার্ল মার্কস ও তাঁর সমকালীন ইউরোপ ৩৩
সিদ্ধার্থ গুহ রায়

প্রবন্ধ

উপাস্য ও উপাসক: কাপালিক, ভৈরব এবং শৈব ধর্মে অতিমার্গিকতা ৫২
ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

গুপ্তচর বিদ্যার নিবেশনে মানব ধর্মশাস্ত্রের বিধিতন্ত্র আলোচনা ৭৩
তন্ময় রায়

উনিশ শতকে বাঙালির দাম্পত্য জীবন: হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ৯৫
স্মরিতা দত্ত

দেশভাগ এবং নদিয়া জেলায় নগরায়ণ: প্রসঙ্গ রানাঘাট-১ ও রানাঘাট-২ ব্লক ১৩৯
সুভাষ বিশ্বাস

'আড়াই পাক'-এর মুর্শিদাবাদ: একটি অসংগঠিত শিল্প ও তার শ্রমিকের
আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১) ১৫৯
প্রসেনজিৎ মুখার্জী

একলব্য: ভারতের দলিত পরিচিতি গঠনে ভীমরাও ও
Annihilation of Caste-কে ফিরে দেখা ১৯৩
দেবশ্রী দে

নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর: প্রথম পর্ব (১৯৬৭-৭২) একটি আলোচনা ২১৪
অমিত ভট্টাচার্য

গ্রন্থ সমালোচনা

পরিবেশ ও আদিবাসী বিশ্বের বহুমাত্রিক পরিচয় ২৩১
সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১-১৮
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

অনিরুদ্ধ রায় (১৯৩৬-২০১৮)

সৌমিত্র শ্রীমানী*

(*প্রাপ্ত : ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.*)

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যরাতে অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। বাবার নাম অনিলচন্দ্র রায় ও মায়ের নাম পুষ্পরাণী। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করে তিনি ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর মুঘল শাসনে দাঙ্গা শীর্ষক বিষয়ে গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেন। দেশে ফিরে চারুচন্দ্র কলেজে কর্মজীবন শুরু করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে যোগ দেন এবং ২০১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

অধ্যাপনার পাশাপাশি তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নানা ধরনের গবেষণায়, যা প্রধানত ছিল ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে, লিপ্ত ছিলেন যাদের সম্মিলিত ফসল হল বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মোট ১৮টি বই ও অগণিত প্রবন্ধ। কলকাতায় মধ্যযুগের ইতিহাসচর্চায় তিনিই ছিলেন সাম্প্রতিক কালের প্রধান কাণ্ডারি। একযোগে ইংরেজি ও বাংলা ভাষাতে তিনি সমানভাবে পারদর্শী ছিলেন যা ইদানীংকালে বিরল। বিগত তিন-চার দশকে কলকাতা তথা পশ্চিমবাংলায় মধ্যকালীন ভারতের ইতিহাস নিয়ে চর্চায় ঘাটতি দেখা দিলেও তার বহুলাংশকে পূরণ করার দায়িত্ব অধ্যাপক রায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি একাধারে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন এবং করেছেন বস্তুগত যুক্তিবোধের দ্বারা চালিত হয়ে।

অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় মধ্যযুগের ভারতের এবং বিশেষভাবে বলতে গেলে বাংলার ইতিহাসচর্চা করতে গিয়ে বিশেষ রকমে ব্যবহার করেছেন বিদেশিদের প্রতিবেদনগুলিকে

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : sreemani.soumitra@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৯-২৮
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

অনিরুদ্ধ রায় (১৯৩৬-২০১৮)

গৌতম নিয়োগী*

(*প্রাপ্ত : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.*)

বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক অনিরুদ্ধ রায় চলে গেলেন। বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র তিনি ছিলেন একান্ত আপনজন। প্রথাসিদ্ধ প্রয়াণলেখ হয়তো আমি লিখতে অপারগ, তাই *ইতিকথা*-র পাঠকপাঠিকাদের কাছে সবিনয়ে মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি। তিনি আমার কাছে ছিলেন এক কাছের মানুষ। আমার কাছে তিনি ছিলেন শুধুই অরুদা। এই স্মৃতিচারণমূলক রচনাটি তৈরি করতে গিয়ে দেখছি কীভাবে যে তিনি আমার কাছে অরুদা হয়ে উঠলেন তা আজ আর মনে নেই। তবে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪-এর মধ্যে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পরিচয়পর্ব থেকে অগ্রজের স্থান তিনি দখল করে নিয়েছিলেন।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দ। আমি তখন পোস্ট-গ্র্যাজুয়েটের ছাত্র। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে পড়াতে এলেন অধ্যাপিকা ড. ইন্দ্রাণী রায়। অচিরেই আমরা কয়েকজন ইন্দ্রাণীদির উদার ও খোলামেলা ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। নানা দিক থেকেই ইন্দ্রাণীদি ছিলেন এক ব্যতিক্রমী মহিলা। ইন্দ্রাণীদিই একদিন তাঁর বাড়িতে কফি খেতে খেতে তাঁর স্বামী অনিরুদ্ধ রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। রায়দম্পতি তখন থাকতেন ৭৩নং সাদার্ন অ্যাভিনিউ-তে। তিনতলা বাড়ি। যৌথ পরিবার। এদিকে আমিও ক্রমে কীভাবে যেন অরুদার ঘনিষ্ঠ হয়ে গেলাম। সেই দিনের কথা এখনও মনে আছে যেদিন ১৯৮৩-তে অকালে ইন্দ্রণীদি আমাদের ছেড়ে (মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে) চলে গিয়েছিলেন। আর সদ্য ৮২ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন অরুদা। তাঁর কাছে আমি নানা ভাবেই ঋণী। বিনম্রচিত্তে তবু

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অব.), রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া এবং বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, যোশী অধিকারী ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail : goutamneogi1947gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২৯-৩২
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

মুশিরুল হাসান

অমিত দে*

(প্রাপ্ত : ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

ইতিহাসবিদ, অধ্যাপক ও দক্ষ প্রশাসক মুশিরুল হাসান অকালেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন গত ১০ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর, যে বয়সে আজকাল অধিকাংশ চিন্তক, গবেষকই তাঁদের পূর্ণ সৃজনশীলতা বজায় রাখেন। অক্লান্ত এই ইতিহাসবিদের গবেষণা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করবেন, আমরাও করব। কিন্তু ব্যক্তিগত পরিচয় থাকায় ওঁকে কাছ থেকে যেভাবে বুঝেছি সেই আলোচনাটিও খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করি। আজকের এই API স্কোরের ইঁদুর দৌড়ের পরিমণ্ডলে মুশিরুল হাসানদের মতো বর্ণময় ব্যক্তিত্বের ইতিহাসবিদগণ প্রায় হারিয়ে যেতে বসেছেন যাঁরা নিজের প্রজন্মকে তো বটেই, এমনকি পরের প্রজন্মকেও অনুপ্রাণিত করার ক্ষমতা রাখেন। বিগত শতকের নব্বই-এর দশকের মাঝামাঝি যখন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রয়াল হলোওয়ে কলেজে আমার থিসিস লেখার কাজ জোরকদমে চলছে তখন খবর পেলাম ওখানকার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে মুনিরুল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের ওপর বিশেষ বক্তৃতা দেবেন। আমি লন্ডন থেকে কিছু দূরে, সারে ক্যাম্পাসে থাকতাম। কাজের খুব চাপ থাকায় আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ফ্রান্সিস রবিনসনকে জিজ্ঞাসা করলাম কাজকর্ম ফেলে লন্ডনে রয়াল এশিয়াটিকে মুশিরুলের বক্তৃতা শোনার অনুমতি উনি দেবেন কিনা। অধ্যাপক রবিনসন যা উত্তর দিয়েছিলেন তা অনুধাবনযোগ্য। বলেছিলেন, একটু কষ্ট করে লন্ডনে এশিয়াটিকে গিয়ে ওইরকম ব্যক্তিত্বের একজন গবেষকের বক্তৃতা শুনলে এবং পরে তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেলে আমাদের মতো তরুণ গবেষক নানাভাবে উপকৃত হতে পারে। অধ্যাপক রবিনসন-এর এই উপদেশটি যে

* প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : profamitdey@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৩৩-৫১
www.bangiyaitihas.in

বিশেষ প্রবন্ধ

দ্বিশতবর্ষে শ্রদ্ধা: কার্ল মার্কস ও তাঁর সমকালীন ইউরোপ

সিদ্ধার্থ গুহ রায়*

(প্রাপ্ত : ২৪ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ১০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

কার্ল হিনরিশ মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ছিলেন পাশ্চাত্য বৌদ্ধিক ঐতিহ্যে তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ১৪০ বছর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থনীতিক চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মী সকলের কাছেই তিনি সমান প্রাসঙ্গিক। মানুষের বৌদ্ধিক প্রয়াসের বিভিন্ন শাখায়—ইতিহাস, সংস্কৃতি, দর্শন, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব—সর্বত্রই মার্কস-এর রচনার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। সমাজ ও ইতিহাসচর্চার ধারা তিনি বদলে দিয়েছিলেন; দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প সংক্রান্ত আলোচনায় এনেছিলেন আমূল পরিবর্তন। আর্থনীতিক ও বৌদ্ধিক জীবনের মধ্যে এক যোগসূত্র স্থাপন করেন তিনি। সি. ডব্লু. মিলস (C.W. Mills) তাঁর *The Marxists* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—মার্কস ছিলেন একজন ধর্মনিরপেক্ষ নীতিনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী চিন্তাবিদ।[১] মার্কস নিঃসন্দেহে ছিলেন একজন বিপ্লবী ও সমাজতন্ত্রবাদী। কিন্তু সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থেকেই তাঁর দুঃসাহসিক ঘোষণা—আমি মানুষের পক্ষে, ঈশ্বরের বিপক্ষে।

স্বল্পপরিসরে এহেন মহান ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন কঠিন। তা ছাড়া মার্কস-এর সার্বিক মূল্যায়ন আমার সাধ্যের অতীত। নিজের সীমাবদ্ধতার প্রতি সচেতন থেকেই বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমি মার্কস-এর জীবন ও তাঁর সমকালীন ইউরোপের ওপরই এই প্রবন্ধকে সীমিত রাখার চেষ্টা করব। তবে আলোচনার

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বিবেকানন্দ কলেজ, বেহালা।
e-mail : sidhu.gray@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৫২-৭২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

উপাস্য ও উপাসক: কাপালিক, ভৈরব এবং শৈব ধর্মে অতিমার্গিকতা

ঋতুপর্ণ চট্টোপাধ্যায়

(প্রাপ্ত: ১৪ জুন ২০১৮ খ্রি., মানোনীত: ৩ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পঞ্চোপসনার পাঁচজন দেবতার মধ্যে শিব অন্যতম। শিব প্রধানত ধ্বংসের দেবতা এবং তাঁর এই ধ্বংসাত্মক রূপটির মূর্ত প্রতীক হল ভৈরব। শিবের বৈদিক রূপ ছিলেন রুদ্র। রুদ্র ছিলেন একজন নেতিবাচক দেবতা যিনি তাঁর তীরের মাধ্যমে বিভিন্ন রোগব্যাধি ছড়াতেন। কালো পোশাক পরিহিত রুদ্র যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হতেন যজ্ঞে নিহত পশুকে গ্রহণ করার জন্য। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী মুনি নামক একটি উপজাতি এই রুদ্রকে উপাসনা করত। পরবর্তীকালে রুদ্রের এই নেতিবাচক ও ভয়প্রদ চরিত্র সঞ্চারিত হয়েছিল শিবের ভৈরব রূপের মধ্যে। ভৈরব শব্দটি উদ্ভব হয়েছে সংস্কৃত ভীরু শব্দ থেকে। যার অর্থ ভীতিপ্রদ। অন্যদিকে কাপালিক হল একটি শৈবগোষ্ঠী। কাপালিকরা ভৈরবের পৌরাণিক ঐতিহ্য বাস্তব জীবনে অনুসরণ করত। এই প্রবন্ধে আমরা দেখব কীভাবে ভৈরব সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনিগুলির সঙ্গে কাপালিকদের জীবনযাপনের কতটা সাদৃশ্য রয়েছে। কীভাবে একটি শৈব সম্প্রদায় মূলত পৌরাণিক কাহিনিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তার অনুসন্ধানই এই প্রবন্ধে করা হবে।

সূচকশব্দ

ভৈরব, কাপালিক, শিব, ব্রহ্মশিরশ্ছেদক, ভিক্ষাটন, কঙ্কালমূর্তি, লিঙ্গোদ্ভব, তন্ত্র, বটুক।

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠ।
e-mail : rituparna730@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৭৩-৯৪
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

গুপ্তচর বিদ্যার নিবেশনে মানব ধর্মশাস্ত্রের বিধিতন্ত্র আলোচনা

তন্ময় রায়*

(প্রাপ্ত: ১৩ জুলাই ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ১ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

নৃপ কর্ণেন পশ্যতি—প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্র ও রাজ, অধিকক্ষেত্রেই এক ও অভিন্নরূপে পরিগণিত হত। আবার রাজার কর্তব্য ছিল রাষ্ট্র এবং সেই অর্থে প্রজার হিতসাধনে নিত্য নিজেকে নিয়োজিত রাখা। এ কাজ কীভাবে সম্ভব ছিল? এইসব জটিল তথা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গূঢ় বিষয়গুলি সম্পাদনে রাজার কী করণীয়—সে সব বিষয়ে শাস্ত্রগত বিধান অবশ্যই ছিল নতুবা রাজার স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকত। প্রবল পরাক্রান্ত রাজাকেও মেনে চলতে হত নিয়মাবলি যা নানা পর্যায়ে পরীক্ষিত। এমনই সব নিয়মাবলি *মনুসংহিতা, মানব ধর্মশাস্ত্র* এবং সর্বোপরি *অর্থশাস্ত্র*-এ সবিস্তারে বর্ণিত। রাজাকে সাহায্য করতে যেসব সংবাদ সংগ্রাহক ও গুপ্তচররা নিযুক্ত থাকত—তাদের ব্যবহার ও কর্মপদ্ধতিরও নির্দিষ্ট রূপরেখা ছিল। সে সব যেমন অর্থবহ তেমনি রহস্যজনক।

সূচকশব্দ

অর্থশাস্ত্র, মানব ধর্মশাস্ত্র, গুপ্তচর, রাজা, রাজকর্মচারী, বিজিগীষু।

'As the wind moves everywhere and penetrates all created beings, so also should the king penetrate everywhere by the means of his unidentified agents.'[১]

---

* এম-ফিল গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : tanmoyroy75@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৯৫-১৩৮
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

উনিশ শতকে বাঙালির দাম্পত্য জীবন: হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়

স্মরিতা দত্ত*

(প্রাপ্ত: ১২ মে ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

নারী-পুরুষের মিলনকে বিবাহ বলেই পরিচিত করানো হয়েছে। ভারতীয় সমাজকাঠামো ও জীবনদর্শনে বিবাহের এক নির্দিষ্ট ভূমিকা ও পরিচয় আছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অন্তঃপুরবাসীদের কী অবস্থান ছিল, তা আজ নতুন করে জানার দরকার নেই। কিন্তু বাঙালি জীবনে উনিশ শতক নিয়ে এসেছিল এক বিশেষ ধারণা। বাঙালি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হল ও 'আধুনিক' হল। কিন্তু তার ব্যবহারিক জীবনে আধুনিকতা কতটা এল তা নিয়ে বহু বিতর্ক। গৃহের অভ্যন্তরে আধুনিক বাতাবরণের ছবি পাওয়া গেল, গার্হস্থ্য জীবনে যদিও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ যথেষ্ট কম। তথাপি হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও মনের আদানপ্রদান সামগ্রিকভাবে সমাজের ব্যবহারের ওপর প্রভাব ফেলে। সেটাই দেখার চেষ্টা সাহিত্য, পত্রাবলি, জীবনী প্রভৃতির সাহায্যে।

সূচকশব্দ

কুলীন, বিবাহ, দাম্পত্য, প্রেম, স্বামী-স্ত্রী

* অতিথি অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৩৯-১৫৮
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

দেশভাগ এবং নদিয়া জেলায় নগরায়ণ: প্রসঙ্গ রানাঘাট-১ ও রানাঘাট-২ ব্লক

সুভাষ বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ১০ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

শিল্পোদ্যম নয়, আর্থিক প্রগতি নয় কিন্তু এক বিরাট রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কারণেও যে মানুষের বসতির বিকাশ ঘটা সম্ভব, নগরায়ণ সম্ভব—তা বোধ করি ১৯৪৭-এর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জানা ছিল না। এক হিসেবে ওই বছরের পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ নামেও কিছু বোঝাত না। দেশভাগ নিয়ে এল অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। পৃথিবীর ইতিহাসে এত দীর্ঘ সময় ধরে চলা এত দীর্ঘ অভিবাসন প্রক্রিয়ার দ্বিতীয় নজির নেই। দেশভাগই টেনে আনল ওপার থেকে লাখ-লাখ ছিন্নমূলকে যারা সীমান্তবর্তী জেলা নদিয়ার আর্থসামাজিক পরিবেশকেই বদলে দেয়। এই জেলার মাত্র ২টি ব্লকের নগরায়ণের প্রক্রিয়া সেই পরিস্থিতিকে কিছুটা জরিপ করতে ইন্ধন জোগান দিয়েছিল—বলা চলে।

সূচকশব্দ

দেশভাগ, উদ্‌বাস্তু, নগরায়ণ, আদমশুমারি, জনঘনত্ব।

সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার ইতিহাসে নদিয়া জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চলে এবং ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত নদিয়ার অতীত গৌরবও অসীম। বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক উত্থান-পতন, ধর্মীয় গতিপ্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তন প্রভৃতির

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদিয়া।
e-mail : subhasbiswaschak@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৫৯-১৯২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

'আড়াই পাক'-এর মুর্শিদাবাদ: একটি অসংগঠিত শিল্প ও তার শ্রমিকের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১৯৪৭-২০১১)

প্রসেনজিৎ মুখার্জী*

(প্রাপ্ত: ১৮ জুলাই ২০১৮ খ্রি., মানোনীত: ২৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মুর্শিদাবাদ বললেই এক লহমায় ভেসে ওঠে নবাবি শাসনের ঐশ্বর্য, দরবারি জৌলুস কিংবা হাজারদুয়ারির বর্ণময় উপস্থিতি। এ কথা তো ঠিকই যে মুর্শিদাবাদ ছিল একসময় সুবা বাংলার রাজধানী এবং অবিভক্ত ভারতের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল। কিন্তু কালের গতিতে ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদ আজ যেন অতীতের ছায়া। স্বাধীনতার সাত দশক পেরিয়েও এই জেলায় গড়ে ওঠেনি তেমন কোনো ভারী শিল্প। বিভিন্ন অসংগঠিত শিল্পই আজ মুর্শিদাবাদের মানুষের জীবন ও জীবিকার প্রধান মাধ্যম, যার সঙ্গে অন্যতম হল বিড়ি শিল্প। দু-বেলা দু-মুঠো অন্নের খোঁজে দিন-রাত বিড়ি বেঁধে চলেছে এই জেলার বিপুল জনসংখ্যার বিরাট অংশের মানুষ, যাদের বেশিরভাগই মহিলা ও শিশু। বস্তুত বিড়ির লাল, নীল, সবুজ সুতোর 'আড়াই পাক'-এই বাঁধা পড়েছে এই সকল অসংগঠিত শ্রমজীবী মানুষের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপরেখা। অন্যদিকে তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার ওপর ভর করেই মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলছে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ। এই বৈপরীত্যের কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্পের প্রচলন, প্রসার ও তার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের জীবন, জীবিকা ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরাই আলোচ্য প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

সূচকশব্দ

মুর্শিদাবাদ, বিড়িশিল্প, বিড়িশ্রমিক, মুনশি, শ্রম ইতিহাস, অসংগঠিত ক্ষেত্র, সামাজিক সুরক্ষা।

---

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, সাঁকরাইল অনিল বিশ্বাস স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, ঝাড়গ্রাম।
e-mail : pmukherjee.ju@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৯৩-২১৩
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

একলব্য: ভারতের দলিত পরিচিতি গঠনে ভীমরাও ও *Annihilation of Caste*-কে ফিরে দেখা

দেবশ্রী দে*

(প্রাপ্ত: ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ৩০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সম্প্রতি বিতর্ক উঠেছে যে, দলিতদের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে গান্ধিজির অবদানের সমালোচনা না করলে দলিত আন্দোলনের পথিকৃৎ আম্বেদকরকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া যাবে না। তাই আগে গান্ধিজির ভূমিকার চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে হবে, তবেই আম্বেদকরের সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা যাবে। এই বক্তব্যের প্রধান উদ্‌গাতা হলেন অরুন্ধতী রায়। সদ্য প্রকাশিত *Annihilation of Caste*-র নতুন সংস্করণে তাঁর লেখা *The Doctors and the Saint* ভূমিকাটি প্রণিধানযোগ্য। গান্ধির মতে বর্ণ জাতের অপর নাম। কিন্তু আম্বেদকর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন, বর্ণ ও জাতি এক নয়। বর্ণ ঠিক হয় মানুষের যোগ্যতা নিয়ে, আর জাতি তার জন্ম দিয়ে। আম্বেদকর বলেছিলেন, কংগ্রেস স্বাধীনতার জন্য লড়ছে ঠিকই কিন্তু কার স্বাধীনতা তা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে থাকবে না। ৯৮ খণ্ডে বিভক্ত গান্ধির রচনাগুলির কোথাও তিনি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাসকে স্পষ্টভাবে ত্যাগ করেননি। এমনকি *হিন্দ স্বরাজ*-এও গান্ধিজি জাতিভেদ প্রথার কোনো উল্লেখ করেননি। জাতিভেদ প্রথা এবং দলিত তথা নিম্নবর্গের অধিকারের ধারণা নিয়ে গান্ধির নীতিতে স্ববিরোধিতার অন্ত ছিল না। গান্ধি ও আম্বেদকরের মতাদর্শগত ও কর্মকাণ্ডের সংঘাত নিয়ে এযাবৎ বহু আলোচনা হয়েছে। তাই বর্তমান প্রবন্ধটি নতুন কিছু বলবে না, বরং মনে করিয়ে দেবে ভুলে যাওয়া কিছু কথা।

* অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, মহারাজা শ্রীশচন্দ্র কলেজ।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১৪-২৩০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর: প্রথম পর্ব (১৯৬৭-৭২) একটি আলোচনা

অমিত ভট্টাচার্য*

(প্রাপ্ত: ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ খ্রি., গৃহীত: ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে নকশালবাড়ি আন্দোলনকে এক জলবিভাজিকা হিসেবে বর্ণনা করা চলে। কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিচ্যুতির বিরুদ্ধে এই আন্দোলন সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়েছিল। একদিকে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামো ও অন্য দিকে মার্কসবাদী দলের মধ্যে সংশোধনবাদ—এই দুই ব্যবস্থাকেই নকশালবাড়ি আন্দোলন কার্যত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। গ্রাম থেকে শহর—সর্বত্রই মাও সে তুং-এর চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে উৎসাহী ও শিক্ষিত যুব-ছাত্রদের বিরাট অংশ ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রশাসনিক দমননীতি তাদের তখন দমন করলেও ভারতের নানা প্রান্তে আজও তার রেশ বজায় রয়েছে।

সূচকশব্দ

নকশালবাড়ি, সিপিআই(এমএল), চারু মজুমদার, কৃষক সংগ্রাম, মূর্তিভাঙা।

আমার বক্তব্যের বিষয় 'নকশালবাড়ির পঞ্চাশ বছর: প্রথম পর্ব (১৯৬৭-৭২) একটি আলোচনা। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই বিপ্লবী কমিউনিস্ট আন্দোলনের শুরু, যা বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বড়ো বড়ো বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। নকশালপন্থী বিপ্লবী আন্দোলন, সিপিআই (এমএল) পরিচালিত আন্দোলন, যা

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ১, জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২৩১-২৩৫
www.bangiyaitihas.in

গ্রন্থ সমালোচনা

পরিবেশ ও আদিবাসী বিশ্বের বহুমাত্রিক পরিচয়

সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত: ৪ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

আদিবাসী শব্দটির উৎস সংস্কৃত থেকে। শব্দার্থ দাঁড়ায় আদি অর্থে 'মূল' আর বাসী অর্থে 'অধিবাসী'। অর্থাৎ আদিবাসীরা হলেন দেশের আদি নিবাসী। প্রশ্ন উঠবে, তাঁদের নিবাস কোথায়? আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)-র ১৬৯ নম্বর কনভেনশনের ১ নম্বর আর্টিকেলে আদিবাসীদের যে সংজ্ঞা ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয়েছিল তার মানে করলে দাঁড়ায়, আদিবাসী হলেন তাঁরাই, যাঁদের আর্থসামাজিক অবস্থা দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় কম অগ্রসর এবং যাঁদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয় তাঁদের নিজস্ব প্রথা ও ঐতিহ্য অনুসারে, তাঁদের নিজের অথবা বিশেষ কোনো নিয়ম দ্বারা। একটি স্বাধীন দেশের অন্তর্ভুক্ত মানব সম্প্রদায়, যাঁরা বর্তমান রাষ্ট্রসীমা নির্ধারিত হওয়ার আগে থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন, যাদের নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে—একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে তাঁরা সে দেশে বসবাস করেন, অথচ যে দেশের জাতীয় কার্যাবলি পরিচালনাকে নিয়ন্ত্রণ করেন না, তাঁরাই হচ্ছেন আদিবাসী।

তার মানে আদিবাসীরা রাষ্ট্রের মধ্যে থেকেও এক অন্য বিশ্বের বাসিন্দা? সেই 'আদিবাসী বিশ্ব'-তে রাষ্ট্রীয় নিয়মকানুনের পরিবর্তে প্রযোজ্য নিজস্ব প্রথা। সেই বিশ্বে আদিবাসীরা স্বনির্ভর। অনাদিবাসীরা যে বিশ্বে অপর, বহিরাগত, সাঁওতালদের ভাষায় 'দিকু'। নিজস্ব বৃত্তের বৃত্তে আদিবাসী জনগোষ্ঠী জীবিকার জন্য খাদ্য সংগ্রহ, উদ্যান-কৃষি এবং পশুপালনের ওপর নির্ভরশীল। ইদানীংকালে আদিবাসী শব্দের পরিবর্তে জনজাতি

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : sabya4@klyauniv.ac.in

Scanned by CamScanner

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 1, January 2019 AD

ISSN 2320-3447 Vol.VII
07
9 772320 344003
No.01
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা ৭০০ ০০৭ থেকে প্রকাশিত এবং নিম্বার্ক অফসেট, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। মূল্য: ২০০

Scanned by CamScanner